"দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি"

Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor HouseholdsTowards Elimination of their Poverty (ENRICH)"

'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির একটি বিশেষ প্রকাশনা

বাস্তবায়নে ঃ ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

অর্থায়নে ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

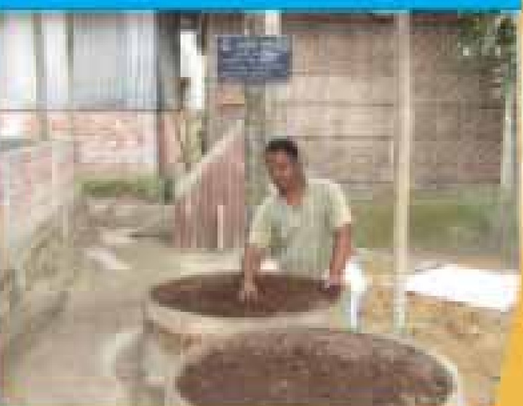

"দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি"

ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচির একটি বিশেষ প্রকাশনা

প্রকাশ কাল:
ডিসেম্বর, ২০১৬

উপদেষ্টা মন্ডলী :
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

সম্পাদনা পরিষদ :
নির্মল মজুমদার
মোঃ এনামুল হক
স্বপন কুমার সাহা
মোঃ আইনুল হক

পান্ডুলিপি :
মোঃ মফিজুর রহমান (মনি)

প্রচ্ছদ:
সৈয়দ মাহাবুবুল আলম মানিক

কম্পিউটার কম্পোজ ও ডিজাইন :
মোঃ নাদিমুল ইসলাম

মুদ্রণ:
অরণি প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিকেশন্স
কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও

সূচিপত্র

১.	ভূমিকা, ইএসডিও'র পটভূমি, ভিশন, মিশন	১
২.	আইনগত বৈধতা, মূল কর্মসূচি সমূহ, সমৃদ্ধি কর্মসূচির পটভূমি	২
৩.	সমৃদ্ধি কর্মসূচির রূপরেখা, উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া, চুড়ান্ত অর্জন, কর্ম এলাকা	৩
৪.	প্রকল্পের মেয়াদ কাল, ষ্টাফ সংক্রান্ত তথ্য, প্রকল্পের বরাদ্দকৃত বাজেট, প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ	৪
৫.	জরিপকালীন সময়ে প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্তসার	৫
৬.	অর্জন সমূহ	৭
৭.	সুমি বেওয়া ফিরে পেলো তার হারানো চোখের আলো	১১
৮.	শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম	১২
৯.	ইএসডিও সমৃদ্ধি স্কুল বদলে দিল তাপস বর্মনের শিক্ষা জীবন	১৩
১০.	পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৬
১১.	খোকা একজন সফল সবজি চাষী	১৭
১২.	কেঁচো সার ব্যবহার করে আব্দুল আলীম এখন এলাকার মডেল	১৮
১৩.	আর্থিক সহায়তা ও আয় বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম	১৮
১৪.	যুব উন্নয়ন, সৌরবিদ্যুৎ	২০
১৫.	উদ্যোমী সদস্য পূণর্বাসন কার্যক্রম	২২
১৬.	ইএসডিও বদলে দিয়েছে নুর মোহাম্মদ আলীর জীবন	২৩
১৭.	কমিউনিটি উন্নয়ন	২৪
১৮.	পাবলিক টয়লেট	২৫
১৯.	সমৃদ্ধি বাড়ী	২৬
২০.	সমৃদ্ধি কেন্দ্র	২৭
২১.	উপসংহার	২৮
২২.	আলোকচিত্রে সমৃদ্ধি কর্মসূচি	২৯

ভূমিকা

১৯৮৮ সালে পারস্পরিক ভেদাভেদ মুক্ত একটি সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্পরিক ভেদাভেদ মুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক দারিদ্র হ্রাস এবং মানবীয় সুকুমার বৃত্তি সমূহের চর্চা ও উৎকর্ষসাধন অতি জরুরী। ইএসডিও-র সমন্বিত কর্মসূচির অন্যতম হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি। আমরা মনে করি জনগনের অর্থনৈতিক দারিদ্র হ্রাস করে মানবীয় সুকুমার বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধন কেবল মাত্র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দিয়ে সম্ভব নয়, তবে এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে কাজ করে আসছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এখন আর ক্ষুদ্র নয়, দিনে দিনে এর পরিসর অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবার সমূহকে লক্ষ্য ভুক্ত করে সামগ্রিক ভাবে দারিদ্র বিমোচন-উদ্দিষ্ট ‘‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)’’ শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। ইংরেজিতে এর নামকরণ করা হয় ‘‘Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor House-holds Towards Elimination of their Poverty (ENRICH)’’ এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরুতে অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের শতভাগ পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা নিরুপণের লক্ষ্যে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরে ও পরিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়, স্থানীয় প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে নানা মুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী অন্যান্য বেসরকারী দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সমাজ সচেতন ও ব্যক্তিদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্তর্ভূক্ত পরিবার সমূহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০১৫-উত্তর সময়ে করনীয়, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন সমৃদ্ধি’র আওতায় চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ইএসডিও’র পটভূমি

ঠাকুরগাও জেলা শহরের একদল সমাজমনস্ক ও শিক্ষিত তরুণের উদ্যোগে ১৯৮৮ সালে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার শিকার মানুষকে সহায়তা করা। সুচনাতে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হলেও বন্যা পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী প্রধানত সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, বিত্তহীন ও ভুমিহীন মানুষ বিশেষত মহিলাদের সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ ও তাদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ইএসডিও তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। স্থানীয় জনগোষ্ঠির আশা- আকাক্ষা ও তাদের চাওয়া- পাওয়াকে বাস্তবে রুপান্তরিত করার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইএসডিও বাংলাদেশের একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ভিশন

পারস্পরিক ভেদাভেদমুক্ত একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

মিশন

ব্যাপক আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মানবাধিকার ও সুশাসন, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক দারিদ্র হ্রাস এবং মানবীয় সুকুমার বৃত্তিসমূহের চর্চা ও উৎকর্ষসাধন। সংস্থা তার এই লক্ষ্যে দৃঢ় এবং সে জন্য কার্যকরভাবে মানবাধিকার পরিস্থিতি উত্তরণ, মানবীয় মর্যাদা ও নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণে লক্ষিত জনগোষ্ঠির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবীয় গুণাবলীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। সার্বিকভাবে নারী এবং বিশেষভাবে শিশুরা ইএসডিও’র কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু। সকল ধরণের সেবায় অতিদরিদ্র মানুষের সুযোগ ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য।

আইনগত বৈধতা

* ইএসডিও সমাজ সেবা অধিদপ্তর (৪৪০/৮৮; ১৪.১১.১৯৮৮)
* এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (৬৯৪/৯৩; ১৫.০৩.১৯৯৩)
* মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ-০০০২০৪; ২৫.০৩.২০০৮)
* জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (টিআইএন-২৮০-৩০০-০১০০/ সার্কেল-৪৭; ২৫.০৩.২০০৮)
* পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (১৪৯/২০০০, ২৫.০৭.২০০০)
* স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর (কমিউনিটি হাসাপাতাল) (লাইসেন্স নং-১৯৮৩, ৪৩৯৫; ২১.০৮.২০০৭)-এর রেজিষ্ট্রেশনভুক্ত ও সনদপ্রাপ্ত।

মূল কর্মসূচি সমূহ

(ক) খাদ্য নিরাপত্ত কর্মসূচি
(খ) অধিকার ও অধিপরামর্শ কর্মসূচি
(গ) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি
(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কর্মসূচি
(ঙ) কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (চ) শিক্ষা কর্মসূচি
(ছ) মানব উন্নয়ন কর্মসূচি এবং (জ) মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির পটভূমি

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরনে ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে 'লাভের জন্য নয়' প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)- এর যাত্রা শুরু। ঐ সময়ে দেশে এমন ধ্যান-ধারণা প্রচলিত ছিল যে, শুধু ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমেই দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব। সেই আঙ্গিকে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থা (মূলত এনজিও)-দের মাধ্যমে দরিদ্য জনগোষ্ঠীর জন্য শুধু ক্ষুদ্রঋণ প্রদান শুরু করে। ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কারিগরি-সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। অর্থাৎ মূলত একটি অনুষঙ্গ যথা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করার জন্য অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে থাকে।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ২০১০ সালের গোড়ার দিকে মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত উন্নয়নে ধ্যান-ধারণা একটি মৌলিক কাঠামোর রূপরেখা প্রদান করেন। এর ভিত্তিতে পিকেএসএফ তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবার সমূহকে লক্ষ্যভুক্ত করে সামগ্রিক ভাবে দারিদ্র বিমোচন-উদ্দিষ্ট ''দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)'' শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। ইংরেজিতে এর নামকরণ করা হয় ''**Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor House-holds Towards Elimination of their Poverty (ENRICH)**'' এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরুতে অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের শতভাগ পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা নিরুপণের লক্ষ্যে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরে ও পরিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়, স্থানীয় প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে নানা মূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী অন্যান্য বেসরকারী দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সচেতন সমাজ ও ব্যক্তিদের সাথে প্রযোজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে। অর্ন্তভুক্ত পরিবার সমূহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০১৫-উত্তর সময়ে করনীয়, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন সমৃদ্ধি'র আওতায় চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির রূপরেখা

শিরোনামঃ ''দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি''

''Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households Towards Elimination of their Poverty (ENRICH)''.

উদ্দেশ্য

'' সমৃদ্ধি'' একটি নতুন দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি যার অন্যতম লক্ষ্য হলো ঃ

* কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্র্যতা হ্রাস করে তা দূরীকরণের লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারে।
* স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টিতে দরিদ্রদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা বিশেষত: নারী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া।
* স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সংশিষ্ট প্রতিষ্টানসমূহের সঙ্গে একযোগে কাজ করে প্রাকৃতিক মোকাবেলা এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনে যাতে যথাযথ অবদান রাখা যায় সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
* দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে ত্বরান্বিত টেকসই দারিদ্র্য হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের সরকারি/এনজিও/বেসরকারী সহযোগিতার বিকাশ ঘটানো।

প্রক্রিয়া

* দরিদ্র পরিবার সমূহের বিদ্যমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার;
* দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তা টেকসইভাবে সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।

চূড়ান্ত অর্জন

কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত অর্জন প্রত্যাশা করা যায় ঃ

* পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন 'ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী মডেল' থেকে 'কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণে একটি সমন্বিত উন্নয়ন মডেল' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে যা কর্মসূচিভূক্ত পরিবারকে আগামী ৫ বছরের মধ্যে টেকসই ভাবে দারিদ্র্য মুক্ত করতে সক্ষম হবে।
* কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অধিকতর দৃশ্যমান হবে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্বিন্যস্ত কার্যক্রমের আঙ্গিকে তাদের এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয় ও কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে একটি টেকসই পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির সূচনা করবে।

কর্মএলাকা

ক্রঃ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
০১	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর	আউলিয়াপুর
মোট		০১	০১

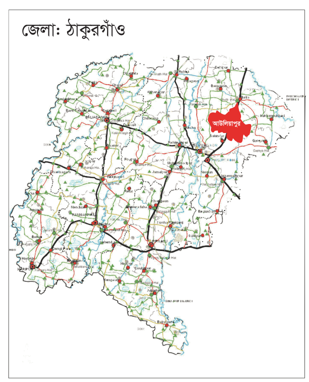

প্রকল্পের মেয়াদকাল

মে’ ২০১২ হতে এপ্রিল’ ২০১৭ পর্যন্ত।

আউলিয়াপুর ইউনিয়নের স্টাফ তালিকা

ক্রঃ	বিবরণ	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	ইউনিয়ন সমন্বয়কারী	১	০	১
২	স্বাস্থ্য-সহকারী	১	১	২
৩	পারিবারিক উদ্যোগ উন্নয়ন সহকারী	১	০	১
৪	সমাজ উন্নয়ন সংগঠক	১	০	১
৫	এমআইএস সহকারী	০	১	১
৬	সুপারভাইজার (শিক্ষা)	১	০	১
৯	স্বাস্থ্যসেবিকা	০	১৩	১৩
১০	শিক্ষিকা	০	৪০	৪০
মোট		০৫	৫৫	৬০

লক্ষিত উপকারভোগী ২৯৭৪৯ জন (৩৫৬৭টি খানা)।

উপকারভোগী নির্বাচন কৌশল

প্রকল্পটি ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ০৮ টি গ্রামে ২০১২ সাল থেকে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। কর্ম এলাকায় জরিপের মাধ্যমে ৬৩৭৪টি খানা চিহ্নিত করা হয় তার মধ্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের ৩৫৬৭ টি খানাকে প্রকল্পের লক্ষ্যভূক্ত করা হয়। লক্ষ্যভূক্ত খানার উপকারভোগীরা হলো অতিদরিদ্র পরিবার, বিশেষ করে নারী, অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাদের ১৫ শতাংশের নীচে জমি আছে, দিনমজুর, নির্দিষ্ট আয়ের উৎস নাই, নারী প্রধান পরিবার, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, ভূমিহীন, অন্যের জমিতে বসবাস করে।

প্রকল্পের বরাদ্দকৃত বাজেট

প্রকল্পের সর্বমোট এ পর্যন্ত বরাদ্দ প্রায়: ২৩০৩৩৩৬৮/- টাকা। যেখানে ৬০% পিকেএসএফ এবং ৪০% ইএসডিও ব্যয় বহণ করবে।

প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ

১. স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি
২. শিক্ষা সহায়তা
৩. পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা
৪. আর্থিক সহায়তা ও আয় বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম
৫. যুব উন্নয়ন
৬. সৌরবিদ্যুৎ
৭. বন্ধু চুলা
৮. শতভাগ স্যানিটেশন ও হাতধোয়া কর্মসূচী
৯. ভিক্ষুক পূণর্বাসন প্রকল্প
১০. কমিউনিটি উন্নয়ন
১১. পাবলিক টয়লেট
১২. সমৃদ্ধি বাড়ি গড়া
১৩. সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন

জরিপকালীন সময়ে প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্তসার

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গাইজেশন(ইএসডিও) কতৃক পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসুচির আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ৯টি ওর্য়াড ও ৮টি গ্রাম রয়েছে। ইউনিয়নটিতে মোট খানার সংখ্যা ৬৩৭৪টি, লোকসংখ্যা ২৯৭৭৩ জন ,যাদের মধ্যে পুরুষ ১৭৮৬৪ ও নারী ১১৯০৯ জন। কিশোরীর সংখ্যা ৯৫৭ এবং ০ - ৫ বছরের শিশুর সংখ্যা ৪৬৯৬ জন। ইউনিয়নটিতে ৩৭টি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্বিক পরিবার বসবাস করে।

এদের মধ্যে প্রকল্প শুরুর পুর্বে প্রাথমিক জরিপে দেখা যায় ৪৪৬২ জন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করলেও সঠিক নিয়মে তারা তা ব্যবহার করতে জানতোনা। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১২২ জন গর্ভবতী মা , ২৮ জন প্রসুতি মা ও ২৮ দুগ্ধদানকারী মা বসবাস করছেন। সমৃদ্ধিভুক্ত আউলিয়াপুর ইউনিয়নের মোট লোকসংখ্যার মধ্যে ৪৫০৫ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল এবং ২৭৪৫ মানুষ শুধুমাত্র কৃষিশ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়াও এই ইউনিয়নের নার্সারী/বনায়ন ০৮ জন, গরুমোটাতাজাকরণ/ গাভীপালন ৪০ জন, কসাই/মাংস বিক্রেতা ৩০ জন, মাছ চাষ ৯৯ জন, জেলে/ মাছ বিক্রেতা ৩৫ জন, রিক্সা/ভ্যান চালক ২৭৬ জন, অটোরিক্সাচালক/ড্রাইভার ১৫৮ জন,বাবুর্চী ৪৭ জন , নরসুন্দর/নাপিত ৩১ জন, ইলেকট্রনিক/ ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান ৩২ জন, মোটর সাইকেল মেকানিক ৪২ জন, নির্মান শ্রমিক ৫২ জন, ঢাকার বিভিন্ন গার্মেন্টস এ চাকুরি করে ২৪৭ জন, রাজমিস্ত্রি ১৪৩ জন, মুদী/মনোহারী দোকানদার ১০৬ জন, চা দোকানদার/হোটেল ব্যবসা ৭৪ জন,ঔষধের দোকান ১৩ জন, লণ্ড্রি ব্যবসা ০৫ জন, ফেরিওয়ালা ২২ জন। দর্জির কাজ ১৫০ জন , মুড়ী ভাজা ১৮ জন, কামার ০২ জন , স্বর্ণকার ১৭ জন, কাঠমিস্ত্রি ১৩৪ জন , শিক্ষকতা ১৫০ জন। ডাক্তার ০৫ জন, কবিরাজ ৪৩ জন, হোমিও ডাক্তার ১১ জন, আইনজীবী ০২ জন, ইমাম ৪৬ জন এবং ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে ৪৭ জন।

আউলিয়াপুর ইউনিয়নে জরিপকালীন সময়ে মসজিদের সংখ্যা ৬৩টি, মন্দির ৩৯টি ও গির্জা ০৪টি। এছাড়াও সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিক ০৩টি, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ০১টি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩টি, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১১টি, মাদ্রাসা ৪টি এবং এনজিও পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬টি। হাট-বাজারের সংখ্যা ১২টি এবং বেসরকারী সংস্থা/এনজিও'র সংখ্যা ১২টি।

আউলিয়াপুর ইউনিয়নের জনগন স্বাস্থ্য সচেতন না হওয়ার কারণে বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে ভূগতো তার মধ্যে ডায়বেটিকস রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৪২ জন, কুষ্ঠ রোগ ০৭ জন, যক্ষা রোগী ০২ জন, হার্ট/ উচ্চ রক্তচাপ ২৯১ জন, গলগন্ড বা ঘ্যাগ ১৫ জন, দাঁতের সমস্যা ২৬৭ জন, রক্তস্বল্পতা ১৩১ জন, কিডনি সমস্যা ১৬ জন, দৃষ্টিহীন সংখ্যা ১১ জন, মানসিক সমস্যা ১৫ জন, পোলিও ১৪ জন, কোমড় ব্যাথা ৩৮৭ জন, প্যারালাইসিস ৩৮ জন,মৃগি রোগী ১১ জন,স্বাসকষ্ট ৪২১ জন, ফাইলেরিয়া ০৯ জনসহ অসংখ্য রোগী এই ইউনিয়নে বসবাস করে।

অর্জন সমূহ

১. স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো সমৃদ্ধি কর্মসূচি ভূক্ত উপকারভোগীদের বিশেষ করে প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ (নারী, শিশু ও বয়স্কসহ) জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করা । এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৩২৮৫ টি স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি করা হয়েছে, ৯৩০ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১৪৩৮০ জন সেবা গ্রহণ করেছে, ৫৬৬ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১৪৮০১ জন সেবা গ্রহন করেছে, ১৯ টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ২০২১ জন সেবা গ্রহন করেছে, ৩টি চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৯৯৭ জন সেবা গ্রহন করেছে যেখানে তাদের ১২৪ জনের চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে, এছাড়াও ১৫৭৫ টি স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে, ১৭২১ জনের ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ৬৭৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং নির্ণয় করা হয়েছে, ১৭২৬১ জন অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুকে বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেল, পুষ্টিকণা এবং কৃমি নাশক ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে।

নিম্নে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের বছরভিত্তিক অর্জন তুলে ধরা হলো:

সারণি-১

বিবরণ	২০১২/১৩		২০১৩/১৪		২০১৪/১৫		২০১৫/১৬		২০১৬/১৭		মোট	
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
স্বাস্থ্য কার্ড	০	০	১২০০	১২০০০০	০	০	১৪৫৫	১৪৫৫০০	৬৩০	৬৩০০০	৩২৮৫	৩২৮৫০০
ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক	১৪২	০	১২৩	০	১৫৩	০	৩৫২	০	১৬০	০	৯৩০	০
ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা	২২৭২	০	১৭৮৩	০	২৪৪৮	০	৫৫৪৪	০	২৩৩৩	০	১৪৩৮০	০
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৩৪২	৪৮৬০০	৪৮	১০০০০০	৪৮	৯৬০০০	৮৮	২২০০০০	৪০	১২০০০০	৫৬৬	৫৮৪৬০০
স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা	৮৯০১	০	১২৭২	০	১১৯৮	০	২৩২৪	০	১১০৬	০	১৪৮০১	০
চক্ষু ক্যাম্প	০	০	০১	৬০০০০	১	৫০০০০	১	৫০০০০	০	০	০৩	১৬০০০০
চক্ষু ক্যাম্পে সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা	০	০	২৯৮	০	৩৫১	০	৩৪৮	০	০	০	৯৯৭	০
চোখের ছানী অপারেশন	০	০	৪০	০	৪০	০	৪৪	০	০	০	১২৪	০

বিবরণ	২০১২/১৩		২০১৩/১৪		২০১৪/১৫		২০১৫/১৬		২০১৬/১৭		মোট	
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
স্বাস্থ্য ক্যাম্প	০	০	০৬	৮০০০০	৬	৭৯৪৪০	৫	৭৯৭৭০	০২	৪০০০০০	১৯	২৯৯২১০
স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা	০	০	৬৩২	০	৫৯৮	০	৫৪৫	০	২৪৬	০	২০২১	০
ডায়বেটিকস পরিক্ষা	০	০	০	০	৫৯৯	৫২৮০	৩১৭	৬৯২৮	১১০	১৪৮০	১০২৬	১৩৬৮৮
ব্লাড গ্রুপিং	০	০	০	০	০	০	৫৮৮	২২৮৭	৮৯	২১৫	৬৭৭	২৫০২
স্বাস্থ্য সচেতনতা সভা	০	০	০	০	৭৩৮	০	৫৭৭	০	২৬০	০	১৫৭৫	০
স্বাস্থ্যসেবীদের প্রশিক্ষণ	০	০	১৭	৬৭৩৩৫	০	০	০	০	০	০	১৭	৬৭৩৩৫

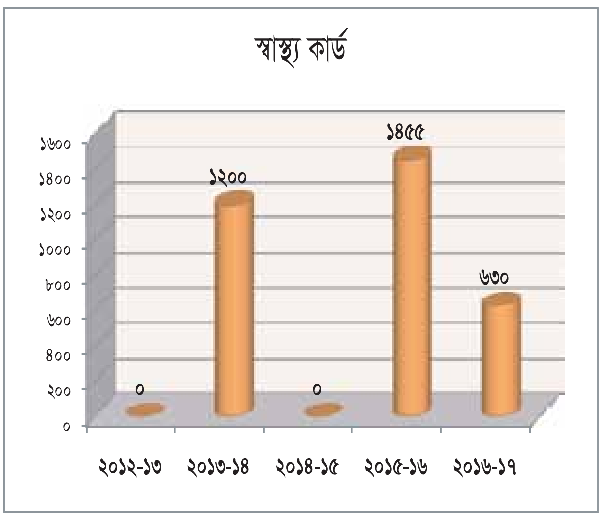

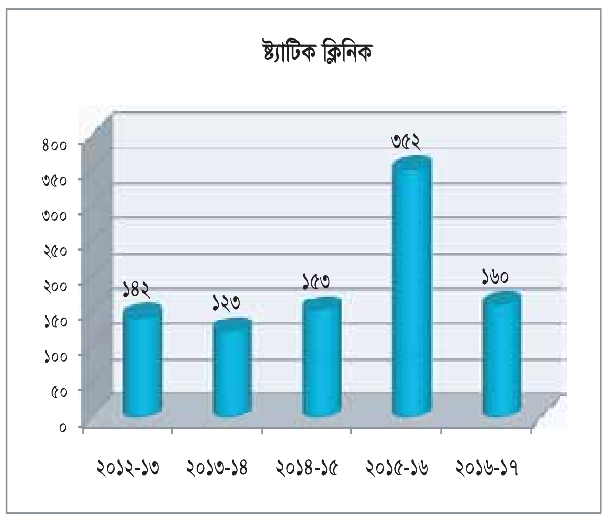

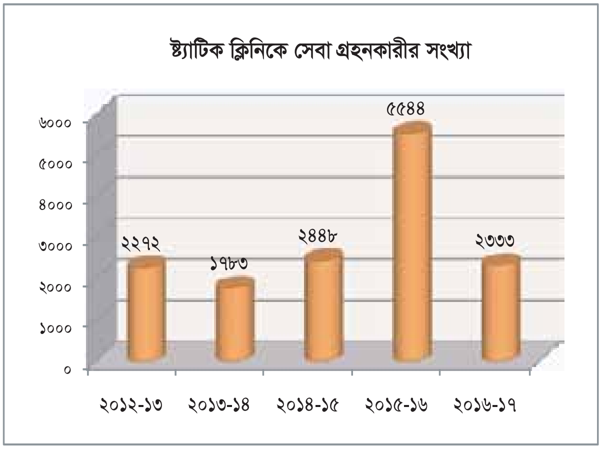

ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা
৬০০০
৫০০০
৪০০০
৩০০০
২০০০
১০০০
০
২২৭২
১৭৮৩
২৪৪৮
৫৫৪৪
২৩৩৩
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

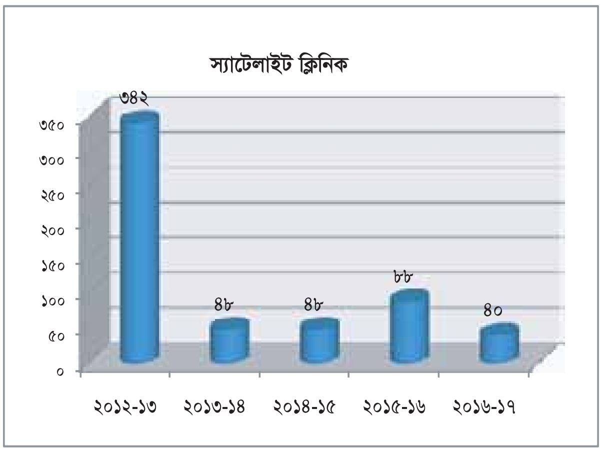

স্যাটেলাইট ক্লিনিক
৩৫০
৩০০
২৫০
২০০
১৫০
১০০
৫০
০
৩৪২
৪৮
৪৮
৮৮
৪০
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচী

স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা
৯০০০
৮০০০
৭০০০
৬০০০
৫০০০
৪০০০
৩০০০
২০০০
১০০০
০
৮৯০১
১২৭২
১১৯৮
২৩২৪
১১০৬
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

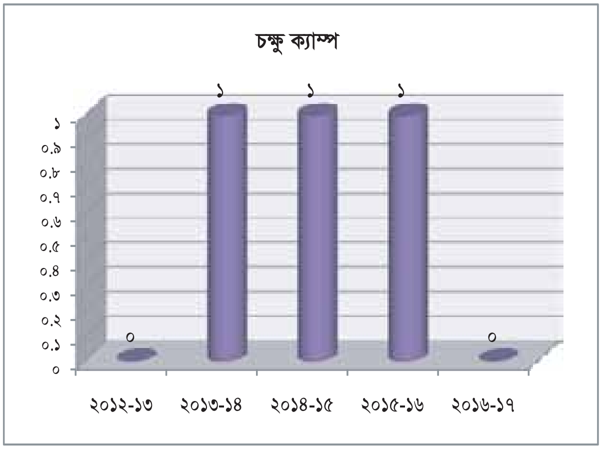
চক্ষু ক্যাম্প
১
০.৯
০.৮
০.৭
০.৬
০.৫
০.৪
০.৩
০.২
০.১
০
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

চক্ষু ক্যাম্পে সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা
৪০০
৩৫০
৩০০
২৫০
২০০
১৫০
১০০
৫০
০
২৯৮
৩৫১
৩৪৮
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

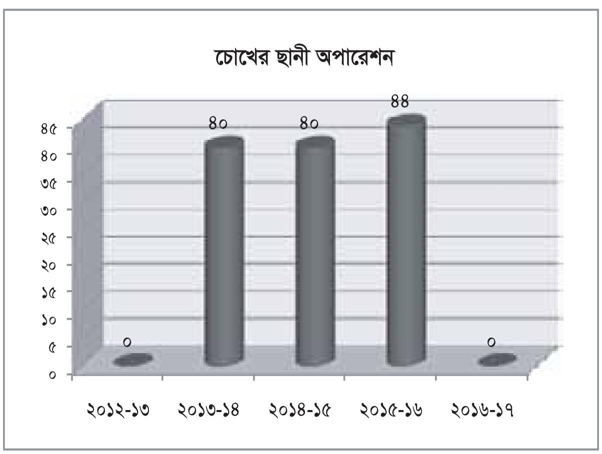
চোখের ছানী অপারেশন
৪৫
৪০
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০
৪০
৪০
৪৪
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

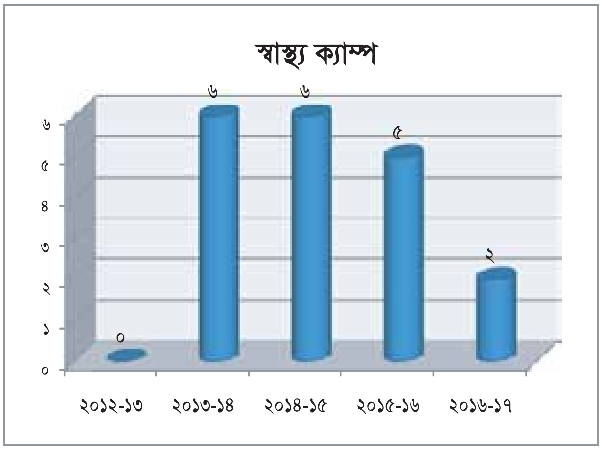
স্বাস্থ্য ক্যাম্প
০
১
২
৩
৪
৫
৬
০
৬
৬
৫
২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা
০
১০০
২০০
৩০০
৪০০
৫০০
৬০০
৭০০
০
৬৩২
৫৯৮
৫৪৫
২৪৬
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

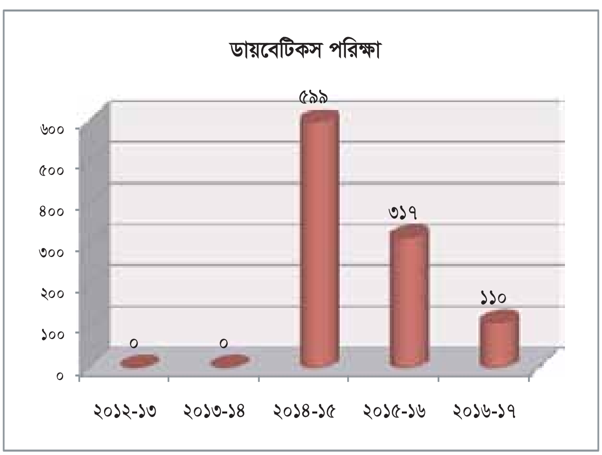
ডায়বেটিকস পরিক্ষা
০
১০০
২০০
৩০০
৪০০
৫০০
৬০০
০
০
৫৯৯
৩১৭
১১০
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

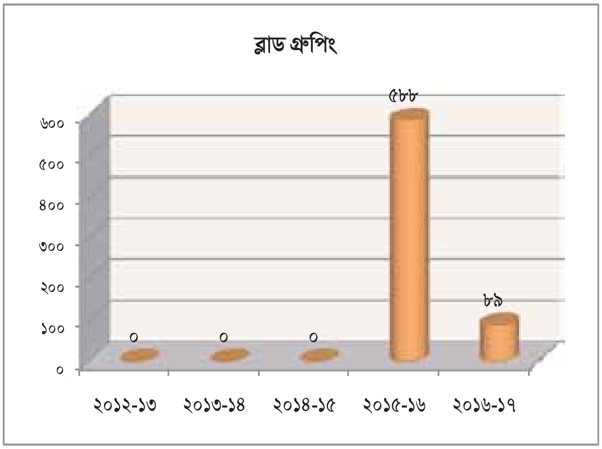

সুমি বেওয়া ফিরে পেলো তার হারানো চোখের আলো

সুমি বেওয়া। স্বামী মৃত: শুকুরু ।গ্রামঃ সাসলা পিয়ালা নদীর ডাঙ্গা, ডাকঘরঃ কচুবাড়ী, উপজেলা ও জেলাঃ ঠাকুরগাঁও। তিনি ২০ জানুয়ারী ১৯৫৪ সালে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার বুড়ির হাট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সুমি বেওয়ার বাবা খুব দরিদ্র ছিলেন। পারিবারিক অভাব অনটনের জন্য তার পড়াশুনা করা সম্ভব হয়নি। বাবার আর্থিক অভাব থাকার কারনে মাত্র ১৪ বছর বয়সে পাশের গ্রামের শুকুরুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভালোই চলছিলো সুমির সংসার কিন্তু হঠাৎ তার স্বামীর মৃত্যুতে পরিবারে কালো ছায়া নেমে আসে।

সুমি বেওয়ার নিজের বসত ভিটা টুকুও নেই। কোনরকমে মাথা গোঁজার মতো একটিমাত্র থাকার ঘরে বসবাস করে আসছে সে। অভাব অনটনের মাঝে থাকার কারনে ঠিকমতো খেতেও পেতেন না। পুষ্টিহীনতার কারনে শারিরীক ভাবে খুবই দুর্বল থাকতেন। এভাবে চলতে চলতে ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়ন কর্মীর সাথে পরিচয় হয় সুমি বেওয়ার। কিন্তু ততোদিনে অনেক কিছুই খুইয়ে ফেলেছেন সুমি। হারিয়ে ফেলেছেন তার জীবনের সবচেয়ে মুল্যবান সম্পদ চোখের আলো।

ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচি স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য সেবিকাগণ আউলিয়াপুর ইউনিয়নের বাড়ী বাড়ী গিয়ে অসহায় দরিদ্র্য সদস্যাদের মাঝে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার ফলে তারা উপকৃত হচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবিকাগণ প্রধানতঃ যে ধরণের সেবাগুলো দিয়ে থাকে, যেমন- সর্দিজ্বর, মাথাব্যাথা, উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা, ডায়বেটিকস পরীক্ষা, গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়েদের সেবা কার্যক্রম,এছাড়াও স্যাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে অন্যান্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যার ধারাবাহিকতায় সুমি বেওয়াকে ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচির চক্ষু ক্যাম্পে আসার পরামর্শ দেন সেবিকা পার্বতী রাণী। সেবিকার পরামর্শে সুমি বেওয়া আউলিয়াপুর ইউনিয়নের বোর্ড অফিসে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)এর আর্থিক সহযোগিতায় ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসুচীর আওতায় পরিচালিত চক্ষু ক্যাম্পে আসেন। ডাক্তার দেখে বলেন চোখে ছানি পড়েছে, যে কারণে ২০১৪ সালে একটি চোখ ও ২০১৫ সালে অপর একটি চোখের ছানি সম্পুর্ণ বিনা খরচে অপারেশন করিয়ে দেন। চোখের আলো ফিরে পান সুমি বেওয়া এবং বলেন "মুই এলা ভাল দেখা পাছো, ইএসডিও'র সবাকে মুই আর্শিবাদ করেছু, ওমরা যেন হামার মতো লোকের পাসত থাকে "।

সুমি বেওয়া এখন স্বপ্ন দেখে ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসুচির আওতায় সে ঋণ নিয়ে গাভী পালন করে তার সংসারের আলো ফিরিয়ে আনবে। ইএসডিও এই ধরনের সুমি বেওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে তাদের চোখের আলো ও উজ্জল ভবিষ্যত ।

২. শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়া রোধ ,স্কুল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ভীতি দুর এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মানোন্নয়ন করার লক্ষ্যে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহযোগীতায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন(ইএসডিও) সমৃদ্ধি কর্মসুচীর আওতায় শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে-

* দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ;
* শিক্ষর্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন করা ;
* বিদ্যালয় সর্ম্পকে শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর করা।

লক্ষ্য-ভূক্ত শিক্ষার্থী

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত দরিদ্র পরিবারের যে সকল সন্তান প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশুনা করছে (ন্যূনতম ৪-৭ বছর বয়সী) বা এখনও স্কুলে ভর্তি হয়নি এবং স্থানীয় সরকারি ও সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম থেকে ২য় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী।

কর্মসূচির লক্ষভূক্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা সরকার পরিচালিত বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। শিক্ষার্থীরা প্রায়শই স্কুলে যেতে চায় না ।কারন বাড়িতে এদের লেখাপড়ার পরিবেশ সেভাবে গড়ে ওঠেনি। কেরোসিন কেনার পয়সা না থাকায় আলোর অভাবে স্কুলে দেওয়া পড়া বাড়িতে তৈরি করতে পারে না। পরিবারগুলো দরিদ্র হওয়ায় সন্তানদের প্রাইভেট পড়ানোর মতো সামর্থ্যও তাদের নাই। ফলে স্কুলে যেতে ভয় পায় পাছে পড়া না পারার কারনে শাস্তি পায়। এভাবেই শিশুরা স্কুলমূখী হয় না। আস্তে আস্তে তারা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এই ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার্থীদের স্কুলমূখী করণে প্রকল্পের ডিজাইন অনুযায়ী কর্মএলাকায় ৪০টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মূলতঃ কেন্দ্রগুলিতে স্কুলে দেওয়া পড়াগুলো তৈরী করে দেওয়া হয়। এছাড়াও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ০৮টি গ্রামে ৪০টি চলমান শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছে যেখানে শিক্ষার্থীর গড় উপস্থিতির হার প্রায় ৯৯%। স্কুলগুলোতে প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে অভিভাবক সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ১২০২ জন ছাত্র-ছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণি পাশ করে, তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। যাদের মধ্যে ২ জন জিপিএ গোল্ডেন এবং ১৩৩ জন জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

নিম্নে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি-২

বিবরণ	২০১২/১৩		২০১৩/১৪		২০১৪/১৫		২০১৫/১৬		২০১৬/১৭		মোট	
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
শিক্ষা কেন্দ্র	১৭	০	৩২	০	৩০	০	৪০	০	৪০	০	৪০	০
ভর্তিকৃত ছাত্র	২৪১	০	৪৯০	০	৪৬৩	০	৬৪৪	০	৬৪৪	০	৬৪৪	০
ভর্তিকৃত ছাত্রী	২৬৯	০	৪৭০	০	৪৩৭	০	৫৫৬	০	৫৫৬	০	৫৫৬	০
বর্তমান ছাত্র	২৪১	৪৬৭২	৪৯০	১০৭৮৮২	৪৬৩	২৪৫৪৮৮	৬৪৪	২২০৫৭০	৬৪৪	৫৯৮০১	৬৪৪	৫৬০৪০৭
বর্তমান ছাত্রী	২৬৯	৫২১৩	৪৭০	১০৩৪৭৮	৪৩৭	২৩১৭০২	৫৫৬	১৯০৪৩০	৫৫৬	৫১৬২৯	৫৫৬	৫৫৩৭০২
গড় উপস্থিতির হার	৯৯%	০	৯৯%	০	৯৯%	০	৯৯%	০	৯৯%	০	৯৯%	০
ফি আদায়	৫১০	৯৮৮৫	৯৬০	২১১৩৬০	৯০০	৪৭৭১৯০	১২০০	৪১১০০০	১২০০	১১১৪৩০	১২০০	১১১৪১০৯
অভিভাবক সভা	২০৪	০	২৬২	০	৫০৭	০	৩৪০	০	১২০	০	১১৫৪	০
শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ	০	০	৩৭	৯৫৯৬৫	০	০	০	০	০	০	৩৭	৯৫৯৬৫

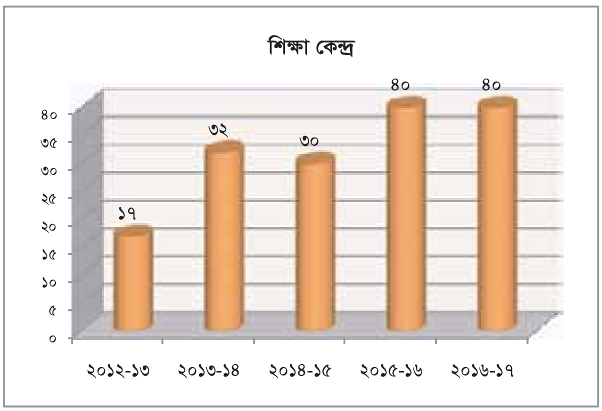

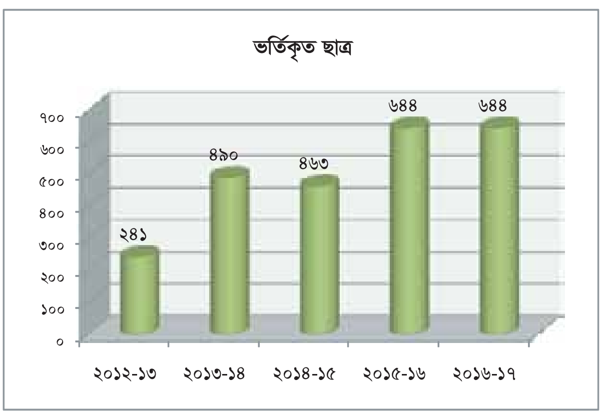

ভর্তিকৃত ছাত্রী
৬০০
৫০০
৪০০
৩০০
২০০
১০০
০
২৬৯
৪৭০
৪৩৭
৫৫৬
৫৫৬
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

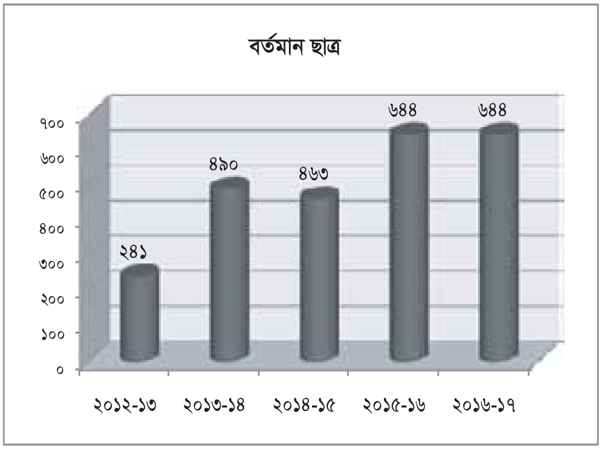
বর্তমান ছাত্র
৭০০
৬০০
৫০০
৪০০
৩০০
২০০
১০০
০
২৪১
৪৯০
৪৬৩
৬৪৪
৬৪৪
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

সমৃদ্ধি স্কুল
পরিচালনায় : ইএসডিও
অর্থায়নে : পিকেএসএফ
গ্রাম : কচুবাড়ী
স্কুল নং : ২৪
ইউনিয়ন : আউলিয়াপুর ঠাকুরগাঁও সদর।

বর্তমান ছাত্রী
৬০০
৫০০
৪০০
৩০০
২০০
১০০
০
২৬৯
৪৭০
৪৩৭
৫৫৬
৫৫৬
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭

ইএসডিও সমৃদ্ধি স্কুল বদলে দিল তাপস বর্মনের শিক্ষা জীবন

শ্রী তাপস বর্মন। পিতা: শ্রী কৃষ্ণ বর্মন। মাতা: নয়ন রাণী। গ্রাম: মাটিগাড়া কোন পাড়া ওয়ার্ড নং ০৯ ডাকঘর: কচুবাড়ী, উপজেলা ও জেলা: ঠাকুরগাঁও। তাপসের পিতা কৃষ্ণ চন্দ্র একজন কৃষি দিনমজুর। দরিদ্র্য পিতার সংসারে কোনরকমে খেয়ে পরে দিন চলছিলো তাপসদের । বিপত্তি ঘটলো যখন এই দরিদ্র্য সংসারে দুটি সন্তানের পড়ালেখার খরচ বহন করতে হয়। তাপসের বাবা কৃষ্ণ বর্মন ভাবতো গরীব মানুষের লেখা পড়া করে কি হবে? কিন্তু না ২০১২ সাল হতে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)এর পরিচালনায় ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নে প্রত্যেক মানুষের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচি নামে একটি সমন্বিত কর্মসূচি শুরু করেন। এই কর্মসুচীর আওতায় ইএসডিও সমৃদ্ধি স্কুল চালু রয়েছে।

তাপস মাটিগাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় শ্রেণিতে পড়তো । কিন্তু সে নিয়মিত স্কুলে যেতনা। কারন লেখা পড়ায় সে পিছিয়ে থাকতো। তার মধ্যে স্কুলভীতি কাজ করতো। প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মীগন কৃষ্ণ বর্মনকে বুঝিয়ে তার ছেলেকে ২০১২ সালে ইএসডিও সমৃদ্ধি স্কুলে নিয়ে আসে। সমৃদ্ধি স্কুলে তাপস নিয়মিত আসা শুরু করে। সে আনন্দের সাথে লেখাপড়া করতে থাকে এবং সাবলীলভবে লেখা পড়া করতে পারায় সরকারী বিদ্যালয়েও নিয়মিত ।বাবা মায়ের কঠোর পরিশ্রম আর তাপস এর চেষ্টায় এগিয়ে যেতে থাকে তার লেখাপড়া। অনেক কষ্ট করে সে লেখাপড়া করতে থাকে। ২০১৫ সালে মাটিগাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণীতে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে বাবা মায়ের মুখ উজ্জল করে তাপস। ভালো লেখাপড়া করলেও ভাগ্য এবং আর্থিক অবস্থা তাকে বার বার পিছিয়ে দিয়েছে, অভাবের তাড়নায় বাবা মা তাকে লেখাপড়া বাদ দিয়ে আয় হয় এমন কোন কাজ করার তাগিদ দিতে থাকেন, হাল ছেড়ে দেয় তাপস। কিন্তু হাল ছাড়েনি ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ। তখন তারা তাপস এর বাবা মাকে বুঝিয়ে তাপসকে ২০১৬ সালে জানুয়ারীতে কচুবাড়ী আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয় ৬ষ্ট শ্রেণীতে র্ভতি করিয়ে দেন। বর্তমানে তাপস আউলিয়াপুর ইউনিয়নের কচুবাড়ী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে লেখাপড়া করছে। বর্তমানে তাপস ৬ষ্ট শ্রেণীতে বার্ষিক পরিক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। তাপস ভবিষ্যতে একজন ভাল ডাক্তার হতে চায় এবং গ্রামের অসহায় মানুষের চিকিৎসা সেবা দিতে চায়। আমরা ইএসডিও পক্ষ থেকে তাপস বর্মনের মঙ্গল কামনা করি।

৩. পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা

ঔষধী গাছ বাসক চাষ প্রকল্পঃ

প্রকল্প এলাকায় বিশেষ করে অনাবাদি/পতিত জমিতে এবং রাস্তার দুই ধারে ঔষধী গাছ বাসক চাষ করছে । রাস্তার দুই পাশে প্রায় ৯৭৭০০ টি বাসক চারা লাগানো হয়েছে। সদস্যরা উক্ত গাছের পাতা সংগ্রহ করে শুকিয়ে শুকনো বাসক পাতা বিভিন্ন ঔষধ কোম্পনির কাছে প্রতি কেজি ৪০/- টাকা দরে বিক্রি করে আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪০ জন সদস্য ২৪২৮ কেজি শুকনো পাতা বিক্রি করে ৯৭১২০/- টাকা আয় করেছেন।

নিম্নে বছরভিত্তিক বাসক চাষের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি-৩

বিবরণ	২০১২/১৩		২০১৩/১৪		২০১৪/১৫		২০১৫/১৬		২০১৬/১৭		মোট	
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
বাসক চারা রোপনকারী	০	০	২০	১০৫০০০	০	০	০	০	২০	০	৪০	১০৫০০০
রোপনকৃত চারা	০	০	৭১৪০৭	০	১৭৫০০	০	৯৫০০	০	০	০	৯৭৭০০	০
বর্তমান জীবিত চারা	০	০	২৫১৫০	০	২৫১০০	০	৯৫০০	০	০	০	৫৯৭৫০	০
পাতা বিক্রি	০	০	৩২	১২৮০	১০২৯	৪১১৬০	১০৪০	৪১৬০০	১০৮৬	৪৩৪৪০	২৪২৮	১২৭৪৮০

বসতবাড়িতে সবজি চাষঃ

সমৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় আউলিয়াপুর ইউনয়নের এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত পরিবার সমূহের জন্য পরিবারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সবজি চাষ শুরু হয়েছে। যেখানে সদস্যরা নিজেদের পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে বাজারে শাকসবজি বিক্রি করে আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছে। এ পর্যন্ত কর্মএলাকায় ১০০৫টি পরিবারের মাঝে সীম, পালংশাক, ডাটাশাক, পুইশাক, লালশাক, চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া ও লাউয়ের বীজ বিতরণ করা হয়েছে যার মুল্য প্রায় ২,১০,০০০ টাকা। ১০০৫ জন সদস্য তাদের বাড়ীর ৩-১০ শতাংশ জমিতে বিভিন্ন প্রকারের সব্জী চাষ করে প্রায় ৫,০২,৫০০ টাকা আয় করেছেন।

খোকা একজন সফল সবজি চাষী

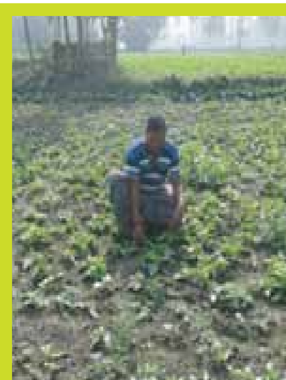

মোঃ আব্দুল খোকা পিতা: নিজাম বাদশা, গ্রাম কাজী পাড়া, পোষ্ট: কচুবাড়ী, উপজেলা ও জেলা: ঠাকুরগাঁও। তারা তিন ভাই ও এক বোন। তিনি একজন কৃষকের সন্তান। তার সকল ভাই বোন বিবাহিত। খোকার পিতা ও ভাইয়েরা কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষির উপর কিংবা কিভাবে চাষাবাদ করলে অল্প সময়ে লাভবান হওয়া যায় তা তিনি জানতেননা। পিকেএসএফ এর অর্থায়নের ২০১২ সাল হতে ইএসডিও ঠাকুরগাঁও জেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের দরিদ্র মানুষের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচি নামে একটি সমন্বিত কর্মসূচি শুরু করে।

এরই আলোকে খোকার সাথে সবজি চাষাবাদ কর্মসূচির আওতায় ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচির পিসি মোঃ মফিজুর রহমান মনি, ও পারিবারিক উদ্যোগ উন্নয়ন সহকারীর সাথে আলোচনা করে সবজি চাষাবাদের জন্য রাজি হন। । তিনি প্রতি বছর বিভিন্ন সবজি যেমন পালং শাক, লাল শাক, আলু, পুঁই শাক উৎপাদন করেন। উৎপাদিত সবজি বিভিন্ন বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেন। তার পরিবার এলাকায় সবজি উৎপাদনকারী পরিবার হিসেবে পরিচিত।

মোঃ আব্দুল খোকা তার উৎপাদিত সবজি বাজারে বিক্রি করে ভালো মুনাফা পান। তিনি প্রতি বছর পালং শাক, পুঁই শাক, পিয়াজ, আলুসহ বিভিন্ন প্রকার সবজি উৎপাদন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আব্দুল খোকার সাথে ভার্মি কম্পোষ্ট সার দিয়ে সবজি উৎপাদনের জন্য আলোচনা হয় এবং তিনি রাজি হন। এ বছর তিনি দশ শতক জমিতে এক সাথে পালং শাক ও ধনিয়া পাতা আবাদ করেন। এই দশ শতক জমিতে তার সর্বোচ্চ খরচ হয় ৩০০০/- টাকা । ইতোমধ্যে তিনি শুধু ধনিয়া পাতাই বিক্রি করেছেন ১১০০০/- টাকা। খরচ বাদে তার মুনাফা হয়েছে ৮০০০/- টাকা এবং পালং শাক বিক্রির অপেক্ষায় আছেন। এছাড়া তিনি লাফা শাক উৎপাদন করেছেন ১৬ শতক জমিতে। খরচ হয়েছে ২০০০/- টাকার মত এবং বিক্রি করেছেন ৫০০০/- টাকা। ক্ষেতে এখনও আরো শাক বিক্রির অপেক্ষায় আছে। এছাড়াও তিনি ২৭ শতক জমিতে পেঁয়াজ উৎপাদন করেছেন। এটি তিনি বীজ হিসাবে বিক্রি করবেন। খোকা একজন সফল সবজি চাষী। এই জন্য তিনি ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচি কে ধন্যাবাদ জানান এবং বলেন আগে তিনি অন্য ফসল উৎপাদন করে তেমন মুনাফা পেতেন না, ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচীর ভাইদের পরামর্শে একই জমিতে সবজি উৎপাদন করে অনেক বেশি মুনাফা লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন প্রকার সবজি উৎপাদন করে ভালো মুনাফা অর্জন করে স্বাবলম্বি জীবনযাপনের পথে। সমাজে তার বেশ নাম ডাক হয়েছে।

কম্পোষ্ট প্লান্ট ঃ

প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র চাষী যাদের ১০০ শতাংশের নিচে জমি আছে তাদের মাঝে কম্পোষ্ট প্লান্ট সরবরাহ করে জৈব সার উৎপাদন করা হচ্ছে। উক্ত জৈব সার গুলো সবজি ও অন্যান্য ফসলে ব্যবহার করা হচ্ছে যার ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এপর্যন্ত মোট ৮৬জন চাষীর মধ্যে কেচোঁ সার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং এ কর্যক্রম চলমান রয়েছে।

কেঁচো সার ব্যবহার করে আব্দুল আলীম এখন এলাকার মডেল

ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের কচুবাড়ী চেয়ারম্যান পাড়া গ্রামের মৃত হাজী মালী হোসেনের পুত্র মোঃ আব্দুল আলীম। মৃত হাজী মালী হোসেন ছিলেন একজন কৃষক। দুভাই ও পাঁচবোনের বড় পরিবারে বেড়ে উঠেছে আবদুল আলীম। বাবা বেঁচে থাকাকালীন সময়েই সবার মাঝে জমি জায়গা ভাগ করে দেওয়ার ফলে পৈত্রিক ও ক্রয়সুত্রে ৩ একর জমির মালিক তিনি। একজন কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহন করার ফলে নিজের শুধুমাত্র কৃষির উপরই নির্ভরশীল। একছেলে ও এক মেয়ের সংসারে শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করেই পার করতে হয় আব্দুল আলীমের সংসার। তিনি প্রতি বছর ধান, গম, পাট ও বিভিন্ন সবজি চাষাবাদ করেন। বাবার শেখানো মতে জমিতে পর্যাপ্ত পরিমান রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে উৎপাদন কমে গেছে, জমি হারিয়ে ফেলছে উৎপাদন ক্ষমতা।
তিনি কখনো জমিতে ভার্মি কম্পোস্ট সার (কেচো সার) ব্যবহার করে কিভাবে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় বা এটা কিভাবে তৈরী করা যায় এ বিষয়ে তার কোন ধারনা ছিলোনা। ২০১২ সাল হতে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)এর পরিচালনায় ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নে প্রত্যেক মানুষের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচি নামে একটি সমন্বিত কর্মসূচি শুরু করেন। উক্ত কর্মসূচির ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদনের আওতায় কচুবাড়ী বাজার নামক স্থানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ মফিজুর রহমান (মনি) ও পারিবারিক উদ্যোগ উন্নয়ন সহকারীর সাথে কিছু সংখ্যক কৃষকের আলাপ হয়। তাদের মধ্যে একজন আব্দুল আলীম। সেখানে উপস্থিত সকল কৃষককে বোঝানো হয় ভার্মি কম্পোস্ট কি এবং এ সার কিভাবে উৎপাদন ও ব্যবহার করা হয়। বিস্তারিত শোনার পর আব্দুল আলীম ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনে সম্মত হন ও পরে ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীদের সহযোগীতায় সার উৎপাদন শুরু করেন।

ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদনের পর পরীক্ষা মূলক ভাবে মুলা চাষ করেন আব্দুল আলীম এবং ভালো ফলন পান। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত ভার্মি কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করে প্রতিবছর বিভিন্ন প্রকার শাক সবজি চাষাবাদ করেন। এই সার ব্যবহারের ফলে তিনি উপলবদ্ধি করেন এই সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, মাটির পানির ধারন ক্ষমতা বাড়ায় এবং রাসায়নিক সার কম ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। এখন তিনি কেঁচো সার দিয়ে নিজে ফসল উৎপাদন করেন এবং অন্য কৃষককে এই সার দিয়ে ফসল উৎপাদনে অনুপ্রানিত করেন। তাকে অনুসরণ করে কচুবাড়ী এলাকার অনেক কৃষক তার এই সার ব্যবহার করছে । তারা সবাই কেঁচো সার ব্যবহার করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এই সার ব্যবহার করে লাল শাক, ডাটা, মূলা, বরবটি, সীম, করলা, লাউ চাষাবাদ করে নিজের পরিবারের চাহিদা পূরন যেমন হচ্ছে তেমনিভাবে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি হয়ে এলাকায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। আজ তিনি সমাজে তথা আউলিয়াপুর ইউনিয়নে একজন আর্দশ কৃষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

৪. আর্থিক সহায়তা ও আয় বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম

সমৃদ্ধিভূক্ত আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ইএসডিও পিকেএসএফএর অর্থায়ানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ঋণবিতরণ করে থাকে। এ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় ১৫১২ জন সদস্যের মাঝে ৫,৬৫,০২,০০০/-টাকা ঋণ বিতরণকরা হয়েছে। ঋণ-গ্রহীতা পরিবারে আয় বৃদ্ধির জন্য গ্রহীত কর্মকান্ডের মূলধন হিসেবে আয় বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম ঋণ প্রধান করা হয়ে থাকে।

সমৃদ্ধিভুক্ত আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ঋণ ও সাধারণ সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্যঃ সারণি-৩

ক্রমিক নং	ঋণ কার্যক্রমের নাম	ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ বিতরণ		ঋণস্থিতি		বকেয়া স্থিতি		সঞ্চয় স্থিতি	
		জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা
০১	গ্রামীন ক্ষুদ্রঋণ/জাগরণ	২২৮	১৪৭২০০০	০৩	৩৭০০	০৩	৩৭০০	০৯	১৯০১৫
০২	নগর ক্ষুদ্রঋণ/অগ্রসর	৫৮	৮৭৫০০০০	০২	১৭০৬০	০১	১৬০৫১	০২	৪৩৮০০
০৩	মৌসুমীঋণ/সাহস	১১	৯২০০০	০৯	৪৩৬০১	০	০	০	০
০৪	আয় বৃদ্ধিমুলক কার্যক্রম ঋণ	৪৮২	৩০৮২২০০০	২৬২	১২৭২১৮৭৯	০	০	৩৪৩	৪২২৩৫৬৯
০৫	সম্পদ সৃষ্টি ঋণ	৫০৫	১৩১৩৯০০০	২৫৫	৫৩৫৫০৭২	০	০	৩২১	৫০৩২৭৪
০৬	জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ	২২৮	২২২৭০০০	১০৪	৮২৫২২৬	০	০	১৪৬	৭৬৫৮৬
মোট		১৫১২	৫৬৫০২০০০	৬৩৫	১৮৯৬৬৫৩৮	০৪	১৯৭৫১	৮২১	৪৮৬৬২৪৪

৫. যুব উন্নয়ন

সমৃদ্ধিভূক্ত ইএসডিওর প্রকল্প এলাকায় যুবকদের টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করনের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দুই ধরনের সহযোগীতার ব্যবস্থা রয়েছে।
(ক) অল্প শিক্ষিত যুবকদের কারিগরি ও বৃত্তি মুলক প্রশিক্ষণ এবং

(খ) বিভিন্ন চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে উপযুক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্প এলাকায় এ পর্যন্ত ২৯ জন বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং ৬৭৬ জন বেকার শিক্ষিত যুবককে উপযুক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬. সৌরবিদ্যুৎ

বিদ্যুতের ন্যুনতম চাহিদা পূরণকল্পে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সমৃদ্ধিভূক্ত ইএসডিওর প্রকল্প এলাকা আউলিয়াপুর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সরকারি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সমৃদ্ধিভুক্ত সহযোগী সংস্থা ইএসডিও'র মাধ্যমে সরকারের Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) অনুমোদিত বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক তৈরিকৃত উন্নতমানের সোলার হারিকেন/সোলার হোমসিস্টেম আগ্রহী সদস্যদের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে।

সমৃদ্ধিভুক্ত আউলিয়াপুর ইউনিয়নের সৌরবিদ্যুৎ সামগ্রী সরবরাহের জন্য কোম্পানি ও সরবরাহকারীগনকে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি-ইউনিটের সাথে প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ করতে হয়। তাদের পন্যসামগ্রী মানসম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে কোম্পানির যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া হয়। আউলিয়াপুর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুতের নূন্যতম চাহিদা পুরণকল্পে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৬ টি বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে এবং এটি চলমান রয়েছে।

৭. বন্ধু চুলা স্থাপন

প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত উপকারভোগীর বাড়ীতে এ পর্যন্ত ০৫টি পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা স্থাপন করা হয়েছে। উপকারভোগীরা রান্নার কাজের জন্য যেন উন্নত চুলা ব্যবহার করেন, সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। উন্নত চুলার স্থাপনের ফলে ধোঁয়া জনিত রোগবালাই যেমন ব্রঙ্কাইটিস ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। তাছাড়া রান্না করতে সময় ও জ্বালানী কম লাগে। সর্বোপরি, উপকারভোগিরা সহজেই সকল প্রকার জ্বালানী যেমন শুকনো পাতা, খড় এবং অন্যান্য খড়ি রান্নার কাজে ব্যবহার করতে পারছে। প্রকল্প এলাকায় বন্ধু চুলা স্থাপন চলমান রয়েছে।

৮. শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কর্মসূচী

সমৃদ্ধিভুক্ত ইএসডিওর প্রকল্প এলাকায় কিছু মানুষের খোলা জায়গায় মলত্যাগ করার অভ্যাস রয়েছে। যেটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। প্রকল্প হতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে নির্বাচিত এলাকায় শতভাগ স্যানিটেশন অর্জন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। সাধারণত: অসচেতন বিশেষত: দরিদ্ররা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবের কারনে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। সমৃদ্ধি ভুক্ত আউলিয়াপুরে ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় এ সংক্রান্ত জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই এমন পরিবারগুলো শনাক্ত করা হয়। তালিকা যাচাই করে আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে এমন পরিবারসমূহের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পায়খানা স্থাপন নিশ্চিত করা হয়। এ পর্যন্ত ১৯১২টি পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ সম্মত পায়খানার তৈরীর জন্য বিনামূল্যে ০৫ টি রিং ও ০১ টি স্লাব বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জনগনকে পায়খানা ব্যবহারের পর সাবানের গুঁড়া মিশ্রিত পানি দিয়ে ভালভাবে হাত পরিষ্কার করা, হাত ধোয়ার নিয়ম এবং সকল কাজে নলকূপের পানি ব্যবহার করার জন্য সচেতন করা হচ্ছে। পাশাপাশি আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে সচেতন করা হয় সংশ্লিষ্ট সকলকে।

শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করনে নিম্ন লিখিত কার্যক্রমের অর্জনসমূহ বছর ভিত্তিক তুলে ধরা হলো: সারণি-৪

বিবরণ	২০১২/১৩		২০১৩/১৪		২০১৪/১৫		২০১৫/১৬		২০১৬/১৭		মোট	
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
স্বাস্থ সম্মত পায়খানার জন্য রিং ও স্ল্যাব বিতরণ	০	০	১৯১২	২৮৬৮০০০	০	০	০	০	০	০	১৯১২	২৮৬৮০০০

০৯. উদ্দোমী সদস্য পূণর্বাসন কার্যক্রম

প্রকল্প এলাকাকে ভিক্ষুক মুক্ত করার লক্ষ্যে উদ্দোমী সদস্য পূণর্বাসন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০ জন ভিক্ষুককে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা হিসাবে মোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এককালীন অনুদান হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক উদ্দোমী সদস্যের পরিবারের সাথে আলোচনা ক্রমে আয় বৃদ্ধি মূলক কর্যক্রম চালানোর জন্য উপকরণ ক্রয় করে দেওয়া হয়েছে।

নিম্নে উদ্দোমী সদস্যদের প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হলো:

ক্র: নং	উদ্দ্যোমী সদস্যের নাম	পিতা/অভিভাবকের নাম	ঠিকানা	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার	উদ্দ্যোমী সদস্যের বর্তমান অবস্থা
১	শ্রী জগেশ্বর	মৃত: নজেন্দ্র চন্দ্র	ভাতগাঁও,কান্দর পাড়া	১০০০০০	ঘর নির্মাণ ও চাষাবাদী	চাষাবাদ
২	জয়নব বেওয়া	মৃত: ইঞ্জিল	সাসলাপিয়ালা	১০০০০০	ঘর নির্মাণ ও গাভী ক্রয়	গাভী পালন
৩	সাগর চন্দ্র রায়	গজেন্দ্র	কালাচাঁদ চেয়ারম্যান পাড়া	১০০০০০	ঘর নির্মাণ ও গাভী ক্রয়	গাভী পালন ও পত্রিকা বিক্রি
৪	মোঃ দারাজুল	মৃত: তোফায়ের	মাদারগঞ্জ সরকার পাড়া	১০০০০০	ঘর নির্মাণ ও গাভী ক্রয়	গাভী পালন, চাষাবাদ
৫	বেলাল হোসেন	মৃত, ইফসুফ হোসেন	মাদারগঞ্জ ফুটানী	১০০০০০	ঘর নির্মাণ ও গাভী ক্রয়	গাভী পালন
৬	প্রভাতী রাণী	মৃত, দিনেশ	কচুবাড়ী চেয়ারম্যানপাড়া	১০০০০০	ঘর নির্মাণ ও গাভী ক্রয়	গাভী পালন
৭	নুর মোহাম্মদ আলী	মনসুর আলী	মিলপাড়া	১০০০০০	ঘর নির্মাণ ও গাভী ক্রয়	গাভী পালন
৮	জাহাঙ্গীর আলম	আব্দুল কাদের	মাদারগঞ্জ	১০০০০০	ঘর নির্মাণ ও গাভী ক্রয়	গাভী পালন ও পাবলিক টয়লেটে পাহাদার
৯	জবেদা বেওয়া	সফিজ উদ্দীন	আউলিয়াপুর সরকার পাড়া	১০০০০০	ঘর নির্মাণ ও গাভী ক্রয়	গাভী পালন
১০	মজিদা বেওয়া	মৃত, ফজল	ধনিপাড়া, আউলিয়াপুর	১০০০০০	ঘর নির্মাণ ও গাভী ক্রয়	গাভী পালন ও জমি চাষ।

ইএসডিও বদলে দিয়েছে নুর মোহাম্মদ আলীর জীবন

নুর মোহাম্মদ আলী পিতা মৃত: মনসুর আলী, গ্রামঃ মাজের আলগা চর, ডাকঘরঃ যাত্রাপুর, উপজেলা ও জেলাঃ কুড়িগ্রাম। ২৪ নভেম্বর ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলা মাজার আলগাচর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । নুর মোহাম্মদ আলীর বাবা খুব দরিদ্র ছিলেন। পারিবারিক আর্থিক অভাব অনটনের জন্য তার পড়াশুনা করা সম্ভব হয়নি। বাবার আর্থিক অভাব থাকার কারণে মাত্র ২০ বছর বয়সে একই গ্রামের সোহাগী খাতুনের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হন । সর্বনাশা ব্রক্ষপুত্র নদীর ভাঙ্গনের কারনে সমস্ত জায়গা জমি বিলিন হওয়ায় সর্বহারা হয়ে পড়ে নুর মোহাম্মদ আলীর পরিবার। দিশে হারা হয়ে ১৯৭৬ সালে ঠাকুরগাঁও জেলায় ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নের কচুবাড়ী গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়। তার পরিবারের ২ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ মোট সদস্য সংখ্যা ৭ জনের সংসারের খরচ চালাতে দিশেহারা হয়ে পড়লো নুর মোহাম্মদ আলী। সামান্য কিছু পুঁজি জোগাড় করে অতি কষ্টে দুধ বিক্রির (গোয়ালের) কাজ যোগার করলেন , তিনি প্রতিদিন ১৮ কিঃ মিঃ হেটে গ্রাম হতে দুধ সংগ্রহ করে ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের বিভিন্ন বাসায় দুধ সরবরাহ করে যা আয় হতো তাই দিয়ে চলতো মোহাম্মদ আলীর সংসার। হঠাৎ শারীরিক সমস্যা জনিত কারনে কঠিন অসুস্থ হয়ে পরে তার স্ত্রী। আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছলতার কারনে চিকিৎসার অভাবে তার স্ত্রী ২০০২ সালে মৃত বরণ করেন। সামান্য দুধের ব্যবসার পুঁজি হারিয়ে নিরুপায় মোহাম্মদ আলী ভ্যানগাড়ী চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। বৃদ্ধ বয়সে খুব বেশী দিন ভ্যান গাড়ী চালাতে পারেননি তিনি। বয়সের ভারে ও শারীরিক অসুস্থতার কারনে হঠাৎ তার জীবনে নেমে আসে কালো অধ্যায়। ভ্যান চালাতে গিয়ে একদিন সে অনুভব করে তার একটি হাত ও একটি পা কাজ করছেনা অর্থ্যাৎ প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়।

নিরুপায় হয়ে সমাজের সব চাইতে ঘৃনিত, অবহেলিত ও লাঞ্চিত পেশা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হন তিনি। মানুষের বাড়ী বাড়ী ও হাটে বাজারে গিয়ে ভিক্ষা করে যা আয় হয় তা দিয়েই কোন রকমে চলছিলো নুর মোহাম্মদ আলীর সংসার। কিন্তু নুর মোহাম্মদ আলীর জীবনে যেন আর্শিবাদ হয়ে দেখা দিলো বেসরকারী সংস্থা ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন(ইএসডিও)। সংস্থাটি ২০১২ সালে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহযোগিতায় ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নের সকল স্তরের জন সাধারনকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক মানুষের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচী নামে একটি সমন্বিত কর্মসূচী শুরু করে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম এবং কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রম এর আওতায় পিকেএসএফ ও ইএসডিও'র যৌথ তৎপরতায় বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন, রাস্তায় ছোট রিং কালভাট নির্মান, যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও চাকুরী প্রাপ্তিতে সহায়তা, নিম্ন বিত্ত ও বিত্তহীনদের জন্য প্রয়োজন মাফিক ঋণ সহায়তা, অতিদরিদ্রদের জন্য বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম ইত্যাদি শুরু করেন। অতিদরিদ্রদের জন্য কাজ করতে গিয়েই সামজের একটি শ্রেণির মানুষ নজরে আসে, যারা মানুষের কাছ থেকে হাত পেতে ভিক্ষা নিয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করেন। যে পেশাকে সমাজ ভিক্ষা বৃত্তি হিসাবে জানে। যেহেতু সমৃদ্ধি কর্মসূচি সবার জন্য সমন্বিত কর্মসূচী তাই সমাজের একেবারে তলানিতে ভিক্ষা বৃদ্ধি পেশায় যাদের বসবাস তাদের জন্য কিছু করার প্রয়োজন অনুভব করে হাতে নেওয়া হয় ভিক্ষুক পূর্ণবাসন কার্যক্রম। আর সেই প্রকল্পের আওতায় এনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নুর মোহাম্মদ আলীর নাম । প্রকল্পের মাধ্যমে নুর মোহাম্মদ আলীকে ১ লক্ষ টাকার সম্পদ প্রদান করা হয় যার মধ্যে বসবাসের জন্য ঘর নির্মান, জীবনমান উন্নয়নের জন্য গাভী পালন ও ছাগল পালন কর্মসুচী হাতে নেওয়া হয়।
তার প্রকল্পে ব্যয়িত টাকার পরিমানঃ

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
০১	নতুন ঘর তৈরী বাবদ	৩০০০০/-
০২	গাভী পালন ও ছাগল পালন	৫৫০০০/-
০৩	অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা	১৫০০০/-
	মোট=	১০০০০০/-

বর্তমানে নুর মোহাম্মদ আলী সমাজের সেই ঘৃনিত কাজটি আর করেনা সে এখন বাড়ীতে বসে গাভী ও ছাগল পালন করে। এই প্রকল্প হতে যে আয় হয় সেই দিয়ে ভালোভাবে তার সংসার পরিচালনা করছে। আজ সমাজে আর দশজনের মতো সেও বলতে পারছে ' নবীর শিক্ষা করোনা ভিক্ষা মেহনত করো সবে'। এই সকল মোহাম্মদ আলীরা যেন খুঁজে পায় একটু সুখের ঠিকানা ইএসডিও সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

১০.কমিউনিটি উন্নয়ন

সমৃদ্ধিভূক্ত প্রকল্প এলাকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন/ মেরামত এবং এলাকার রাস্তাঘাট, ছোট ছোট সাঁকো/ কালভার্ট তৈরীর জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী-উদ্দীষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৯টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ৩১টি রিং কালভার্ট নির্মান করা হয়েছে। ১৬টি মসজিদ ও ১০টি মন্দিরে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন এবং ২৬টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। মসজিদে ১৯টি ,মন্দিরে ১৫টি ও স্কুলে ০৫টি নলকুপ স্থাপন করাসহ মোট ৩৯টি নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে।

বিবরণ	২০১২/১৩		২০১৩/১৪		২০১৪/১৫		২০১৫/১৬		২০১৬/১৭		মোট	
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন	০	০	২৬	২৯৮০০০	০	০	০	০	০	০	২৬	২৯৮০০০
কমিউনিটি টিউবওয়েল স্থাপন	২৩	২২৮০০০	০	০	০	০	১৬	১৬০০০০	০	০	৩৯	৩৮৮০০০
পাবলিক টয়লেট স্থাপন	০	০	০	০	০১	২৯৯১১৬	০	০	০	০	০১	২৯৯১১৬

১১. পাবলিক টয়লেট

জনবহুল এলাকা যেমন বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ সহ জনবহুল বিভিন্ন এলাকায় যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করার ফলে পরিবেশ দূষণ হয় যা রোধকল্পে এপর্যন্ত আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর পাশে বোর্ড অফিস বাজারে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ব্যয়ে একটি পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে একজন উদ্দোমী সদস্যর মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে । বর্তমানে এখান হতে সে প্রতিমাসে ৪০০০-৪৫০০ টাকা আয় করছে।

১২. সমৃদ্ধি বাড়ী

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভূক্ত সকল বাড়ীকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়, পরিবেশ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করে সমৃদ্ধি বাড়ী গড়ে তুলার উদ্যোগ নেয়া হয়। এপর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় কেঁচো সার প্লান্ট, ছাগলের মাচা, বন্ধু চুলা, হাঁস বিতরণ, শাকসবজি চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১৩. সমৃদ্ধি কেন্দ্র

সমৃদ্ধি কর্মসুচীর আওতায় সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপনের ফলে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্যক্যাম্প, সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা, সমৃদ্ধি কর্মসুচীর আওতায় যে কোন ধরনের প্রশিক্ষণ, কমিউনিটিতে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সভা প্রভৃতি বহুবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডের সুবিধাজনক ও জনবহুল স্থানে একটি সমৃদ্ধি ওয়ার্ড কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সমৃদ্ধিভূক্ত আউলিয়াপুর ইউনিয়নে এপর্যন্ত মোট ৯টি সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে এ পর্যন্ত সমৃদ্ধি কেন্দ্র ওয়ার্ড কমিটির (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্যানিটেশন) ১২৬ টি সমন্বয় সভা, ০২ টি ইউনিয়ন সমন্বয় সভা, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ৩২টি, প্রবীনদের সমন্বয় সভা ১৩৫টি, প্রবীণদের (আইজিএ) ওরিয়েন্টেশন সভা ০৫টি, প্রবীণদের সাথে মত বিনিময় সভা ০১টি ও শিক্ষা সহায়তার কেন্দ্র হিসাবে ০৯টি সমৃদ্ধি কেন্দ্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

উপসংহার

পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব খাতে বাজেট থেকে প্রদত্ত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত সমৃদ্ধি একটি দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম। সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগনের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহ, উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রসার, মানবসক্ষমতা ও মানবাধিকারের প্রকাশ এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট জনগণের মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভব সকল ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নই এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। এ কর্মসূচিতে ভৌগোলিক অবস্থান , জলবায়ুগত পার্থক্য ও বাস্তবতার নিরিখে ইউনিয়নসমূহে কর্মসূচির মূল কাঠামো ঠিক রেখে ভিন্নতর কার্যক্রম হাতে নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

নতুন ও উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি এবং এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তাদান, উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণে সহায়তা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, অতিদরিদ্র গোষ্ঠীসমূহের জন্য তাদের নিজেদের বাস্তবতার ভিত্তিতে গোষ্ঠী-উদ্দীষ্ট কর্মসূচি এবং যুবজনশক্তির সম্ভাব্যক্ষেত্রে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করণে ব্যবস্থা গ্রহন পিকেএসএফ-এর কর্মসূচিসমূহের মৌলিক বিষয় হিসেবে ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

আউলিয়াপুর ইউনিয়নের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সমৃদ্ধি'র সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচিটি প্রয়োজন মাফিক দীর্ঘ মেয়াদে চলমান থাকবে।

আলোকচিত্রে সমৃদ্ধি কর্মসূচী

সমৃদ্ধি মেলার শুভ উদ্বোধন করছেন পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত সমৃদ্ধি কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করছেন জনাব মূকেশ চন্দ্র বিশ্বাস, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও।

আউলিয়াপুর ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন ঘোষণা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মূকেশ চন্দ্র বিশ্বাস, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও।

সবজী বাগানের পরিচর্যায় ব্যস্ত সমৃদ্ধি কর্মসূচির এক উকারভোগী

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় হৃদরোগ চিকিৎসা ক্যাম্পে বক্তব্য রাখছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম মামুন

আউলিয়াপুর ইউনিয়নের কচুবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সমৃদ্ধি মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ষ্টল

প্রধান কার্যালয়ঃ

কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও-৫১০০
ফোনঃ ০৫৬১-৫২১৪৯,
মোবাইলঃ ০১৭১৪-০৬৩৩৬০
ফ্যাক্সঃ ০৫৬১-৬১৫৯৯
E-mail: esdobangladesh@hotmil.com

ঢাকা অফিসঃ

ইএসডিও হাউজ, প্লট নং-৭৪৮, রোড নং-৮
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোনঃ ০২-৮১৫৪৮৫
মোবাইলঃ ০১৭১৩-১৪৯২৫৯
E-mail: esdobangladesh@hotmil.com

www.esdo.net.bd